License Agreement for Bible Texts

July 27, 2001

Copyright © 2001 by World Bible Translation Center
All rights reserved.

These Scriptures:
- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be reprinted for non-commercial use, but only without modification or any additional text or commentary.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION © 2001 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by e-mail.

World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-Mail: info@wbtc.com
World Bible Translation Center's Web site: http://www.wbtc.com

This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.com/articles/downloads/biblelicense.html

To order a copy of this text online, go to:
http://www.wbtctransactions.com/articles/order/order_main.html

If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher.
Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.htm

ইষ্টেরের বিবরণ

রাণী বষ্টী রাজাকে অমান্য করলেন

1 মহারাজ অহশ্বেরশের রাজত্বকালে এই ঘটনা ঘটেছিল। অহশ্বেরশ ভারতবর্ষ থেকে কূশ দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত 127 টি প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। [2]তাঁর রাজধানী শূশনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সাম্রাজ্য শাসন করতেন।

[3]রাজা অহশ্বেরশের রাজত্বের তৃতীয় বছরে তিনি তাঁর আধিকারিক ও নেতাদের জন্য একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। পারস্য ও মাদিয়ার সেনাবাহিনীর প্রধান সহ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও প্রশাসকেরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। [4]এই ভোজসভা একটানা 180 দিন ধরে চলেছিল। সেই সময়ে, রাজা অহশ্বেরশ সবাইকে তাঁর সাম্রাজ্যের বিপুল সম্পদ, তাঁর রাজপ্রাসাদের রাজকীয় সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেছিলেন। [5]এই 180 দিন শেষ হবার পর তিনি তাঁর প্রাসাদের ভেতরের বাগানে সাতদিন ব্যাপী আরো একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। রাজধানী শূশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থেকে শুরু করে সাধারণ লোক সকলকেই সেই ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। [6]প্রাসাদের ভেতরের বাগানে সাদা ও নীল রঙের দামী লিনেন কাপড়ের চাঁদোয়া খাটানো ছিল। শ্বেতপাথরের স্তম্ভে রূপোর আংটায় লিনেনের সাদা ও বেগুনী কাপড়ের দড়ি দিয়ে সেগুলি ঝোলানো হয়। বহুমূল্য পাথর, যেমন মুক্তো, শ্বেতপাথর এবং অন্যান্য পাথর, খচিত মেঝেতে বসানো ছিল সোনা ও রূপোর তৈরী কেদারা। [7]সোনার পানপাত্রে দ্রাক্ষারস পরিবেশন করা হত। এই পানপাত্রগুলি ছিল বিভিন্ন আকারের। রাজা অহশ্বেরশ খুবই বদান্য ছিলেন বলে সেখানে সুরার প্রাচুর্য ছিল। [8]অহশ্বেরশ খুবই উদার প্রকৃতির ছিলেন। তিনি দ্রাক্ষারসবাহক ভৃত্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, অতিথিদের যেন তাদের পছন্দ মতো দ্রাক্ষারস পরিবেশন করা হয়। আর তাঁর পরিবেশকরাও রাজাজ্ঞা অনুযায়ী অঢেল পরিমাণ দ্রাক্ষারস পরিবেশন করেছিল।

[9]একই সময়ে, রাণী বষ্টীও রাজপ্রাসাদে মহিলাদের জন্য একটি আলাদা ভোজসভার ব্যবস্থা করেছিলেন।

[10-11]ভোজসভার সপ্তম দিনে দ্রাক্ষারস পান করবার পর প্রফুল্ল মনে রাজা অহশ্বেরশ, মহূমন, বিস্থা, হর্বোণা, বিগ্থা, অবগথ, সেথর, কর্কস প্রমুখ সাতজন পরিবেশনকারী নপুংসককে আদেশ করলেন রাণী বষ্টীকে সম্রাজ্ঞীর মুকুট পরিয়ে সেখানে নিয়ে আসতে। তিনি চাইছিলেন সভায় উপস্থিত গণ্যমান্য অতিথিদের রাণী বষ্টী তাঁর সৌন্দর্য প্রদর্শন করুন। কারণ রাণী বষ্টী ছিলেন খুবই সুন্দরী।

[12]কিন্তু রাজার ভৃত্যরা গিয়ে যখন রাণীকে তাঁর আদেশের কথা জানালো, তিনি রাজার সভায় আসতে রাজী হলেন না। এর ফলে রাজা খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। [13-14]প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী, রাজা বিধি ও শাস্তি সম্পর্কে বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করলেন। কর্শনা, শেথর, অদ্‌মাথা, তর্শীশ, মেরস, মর্সনা, মমূখন প্রমুখ এই সাতজন পরামর্শদাতা ছিলেন রাজার খুবই ঘনিষ্ঠ এবং পারস্য ও মাদিয়ার সর্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ আধিকারিকবর্গ। [15]রাজা তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, “বিধি অনুযায়ী রাণী বষ্টীকে কি শাস্তি দেওয়া যেতে পারে? কারণ রাজা অহশ্বেরশের যে আদেশ নপুংসক ভৃত্যরা তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিল তা তিনি পালন করেন নি।”

[16]তখন আধিকারিক মমূখন অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে রাজাকে বললেন: “রাণী বষ্টী রাজার প্রতি অন্যায় করেছেন এবং রাজা অহশ্বেরশের সাম্রাজ্যের সমস্ত রাজ্যের সকল নেতা ও লোকেদের প্রতি অন্যায় করেছেন। [17]কারণ সাম্রাজ্যের অন্যান্য নারীরা এই ঘটনার কথা জানার পর, তারাও তাদের স্বামীদের নির্দেশ অমান্য করবে। আর তখন প্রশ্ন করলে তারা সকলেই রাণী বষ্টীর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলবে, ‘রাজা অহশ্বেরশের রাণী বষ্টীকে তাঁর সামনে আসতে আদেশ করেছিলেন কিন্তু তিনি তা করতে অস্বীকার করেছিলেন।’

18“পারস্য ও মাদিয়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের স্ত্রীরা
রাণীর এই ব্যবহার স্বচক্ষে দেখলেন। এর দ্বারা প্রভাবিত
হয়ে তাঁরাও এবার রাজার আধিকারিকদের সঙ্গে এই
একই ব্যবহার করবেন এবং ফলতঃ গৃহবিবাদ ও
অশান্তির সূচনা হবে।”
19“সুতরাং মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার
পরামর্শঃ রাজার নামে এবং পারস্য ও মাদিয়ার রাজার
শাসনমতে একথা লেখা হোক, ‘বষ্টী যেন আর কখনও
রাজাকে নিজের মুখ না দেখান।’ বষ্টী যেন আর কখনও
এই প্রাসাদে পা না রাখেন এবং রাজা তাঁর রাণীর পদ
কোন যোগ্যতর নারীকে দেন। 20রাজার এই আদেশ
যখন তাঁর সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে ঘোষণা করা হবে একমাত্র
তখনই সবচেয়ে গণ্যমান্য থেকে একেবারে তুচ্ছ সমস্ত
মহিলারা তাদের স্বামীকে শ্রদ্ধা করবে।”
21রাজা অহশ্বেরশ এবং তাঁর আধিকারিকদের এই
উপদেশ পছন্দ হল। তাই রাজা মমূখনের উপদেশ
অনুযায়ীই কাজ করলেন। 22অহশ্বেরশ তাঁর রাজ্যের
প্রতিটি অঞ্চলে প্রতিটি ভাষায় চিঠি পাঠালেন যে
প্রত্যেকটি পুরুষ তার পরিবারের শাসক হবে।

ইষ্টের রাণী হলেন

2 পরে রাজা অহশ্বেরশের রাগ কমলে বষ্টী কি কি
করেছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে তিনি কি নির্দেশ
দিয়েছেন, সে কথা তাঁর মনে পড়লো। 2রাজার ব্যক্তিগত
ভৃত্যরা তখন তাঁর জন্য সুন্দরী কুমারী কন্যা অনুসন্ধানের
প্রস্তাব করলো। তারা বলল, “প্রথমে মহারাজ স্বয়ং
তাঁর শাসনাধীন প্রত্যেকটি প্রদেশে একজন নেতা বেছে
নেবেন। 3এরপর সেই নেতারা তাদের অঞ্চলের সুন্দরী
কুমারীদের রাজধানী শূশনে নিয়ে আসবে। তারপর এদের
সকলকে রাখা হোক রাজঅন্তঃপুরচারিণীদের সঙ্গে
মহিলাদের দায়িত্বে যে আছে সেই রাজার নপুংসক
হেগয়ের তত্ত্বাবধানে। তারপর তাদের রূপ পরিচর্যা করা
হবে। 4তারপর রাজা তাদের মধ্যে একজনকে রাণী
বষ্টীর (শূন্য) পদে অভিষিক্ত করবেন।” রাজার এই
প্রস্তাব মনে ধরায় তিনি এতে সম্মত হলেন।
5এসময়ে রাজধানী শূশনে মর্দখয় নামে বিন্যামীনের
পরিবারের এক ইহুদী ব্যক্তি বাস করতেন। মর্দখয়
ছিলেন যায়ীরের পুত্র ও কীশের পৌত্র। 6বাবিলরাজ
নবূখদ্‌নিৎসর যিহূদারাজ যিহোয়াকিনকে অন্যান্য
ইহুদীদের সঙ্গে এবং মর্দখয়ের সঙ্গে জেরুশালেম থেকে
বন্দী করে নিয়ে যান। 7মর্দখয়ের হদসা নামে একটি
সম্পর্কিত বোন ছিল। পিতা-মাতা না থাকায় মর্দখয়
তাকে নিজের কন্যা স্নেহে প্রতিপালন করেন। এই
মিষ্টি, রূপসী, স্বাস্থ্যবতী রমণীর আরেকটি নাম
ছিল ইষ্টের।
8রাজ্যে রাজার আদেশ জারি হবার পর রাজধানী
শূশনে হেগয়ের তত্ত্বাবধানে যেসব যুবতীদের আনা
হয়েছিল তাদের মধ্যে ইষ্টেরও ছিলেন। 9হেগয় ইষ্টেরকে
পছন্দ করতো। ক্রমে সে হেগয়ের বেশ প্রিয়পাত্রী হয়ে
ওঠে এবং হেগয় যত্নসহকারে ইষ্টেরের খাবারদাবার ও
রূপ পরিচর্যার ব্যবস্থা করে। রাজপ্রাসাদ থেকে সাতজন
পরিচারিকাকে বেছে নিয়ে হেগয় তাদের ইষ্টেরের
পরিচর্যায় নিয়োগ করে। তারপর হেগয়, ইষ্টের ও তার
সাত পরিচারিকাকে সেখানে স্থানান্তরিত করে যেখানে
রাজার মহিলারা বাস করত। 10ইষ্টের যে ইহুদী সেকথা
ও কাউকে বলেনি। মর্দখয় তাকে তার পারিবারিক
বৃত্তান্ত প্রকাশ করতে বারণ করেছিল, সুতরাং সে কারো
কাছে কিছু খুলে বলে নি। 11প্রত্যেকদিন মর্দখয় এসে
রাজঅন্তঃপুরচারিণীদের বাসস্থানের আশেপাশে
ঘোরাফেরা করতেন। ইষ্টের কেমন আছে আর তার
কি হচ্ছে জানার জন্যই মর্দখয় রোজ আসতেন।
12রাজা অহশ্বেরশের সামনে উপস্থিত হবার আগে
প্রতিটি মেয়েকে এক বছর ধরে রূপচর্চা করতে হোত।
রূপচর্চার জন্য তাদের ছ’মাস সুগন্ধী তেল মাখতে হোত
এবং তারপর আরো ছ’মাস অন্য উৎকৃষ্টতম সুগন্ধি
মাখতে হোত। 13শুধুমাত্র এভাবেই প্রতিটি যুবতী
রাজার সামনে যেতে পারতো! এসময়ে একটি মেয়ের
যা কিছু প্রয়োজন রাজঅন্তঃপুর থেকে তা দেওয়া হতো।
14সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদে ঢোকার পর, মেয়েটিকে পরদিন
ভোরে প্রাসাদের আরেকটি অংশে, যেখানে অন্য
মহিলারা থাকত সেখানে ফিরে আসতে হতো। এরপর
তাকে শাশ্‌গস নামে আরেকজন নপুংসকের
তত্ত্বাবধানে রাখা হতো। শাশ্‌গস ছিল রাজার
উপপত্নীদের তত্ত্বাবধায়ক। যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজা
সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং ঐ মেয়েদের ডেকে পাঠাতেন
ততক্ষণ তারা কখনও রাজার কাছে ফিরে যেতে
পারতো না।
15ইষ্টেরের যখন রাজার কাছে যাবার পালা এলো,
ইষ্টের কোন কিছু চাইলেন না। শুধু তিনি নপুংসক
হেগয়ের পরামর্শ চাইলেন যে, তাঁর সঙ্গে করে কি
নিয়ে যাওয়া উচিৎ। (ইষ্টের ছিলেন মর্দখয়ের পোষ্যপুত্রী,
তিনি ছিলেন তার মামা অবীহয়িলের কন্যা।) ইষ্টেরকে
যেই দেখতো সেই পছন্দ করতো। 16অতঃপর রাজা
অহশ্বেরশের রাজত্বের সপ্তম বছরের দশম মাসে
অর্থাৎ টেবেৎ মাসে ইষ্টেরকে রাজার সামনে
নিয়ে আসা হল।

17রাজা অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে সবচেয়ে বেশি ইষ্টেরকেই ভালবাসলেন এবং তিনি দ্রুত তাঁর প্রিয়তমা হয়ে উঠলেন। এরপর রাজা অহশ্বেরশ ইষ্টেরের মাথায় মুকুট পরিয়ে তাঁকে রাণী বষ্টীর আসনে রাণী হিসেবে অভিষিক্ত করলেন। 18ইষ্টেরের সম্মানে রাজা তাঁর রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি বড় ভোজসভার আয়োজন করলেন। এছাড়াও প্রত্যেকটি প্রদেশে ছুটি ঘোষণা করা হল ও দাতা রাজা অহশ্বেরশ তাঁর লোকেদের অনেক উপহার পাঠালেন।

চক্রান্তের কথা জানতে পারলেন মর্দখয়

19সমস্ত মেয়েরা যখন দ্বিতীয়বারের জন্য একসঙ্গে জড়ো হল, মর্দখয় তখন রাজদ্বারের কাছেই বসেছিলেন। 20ইষ্টের যে ইহুদী তা ইষ্টের তখনও গোপন রেখেছিলেন। নিজের পরিবারের ইতিহাসও তিনি কাউকে জানান নি, কারণ মর্দখয় তাঁকে সত্য প্রকাশ করতে বারণ করেছিলেন। বরাবরের মতো ইষ্টের মর্দখয়কে মান্য করা অব্যাহত রাখল যেমনটি সে করত যখন মর্দখয় তার যত্ন নিত।

21মর্দখয় যখন রাজপ্রাসাদের দ্বারের কাছে বসেছিলেন তিনি শুনতে পেলেন বিগ্‌থন ও তেরশ নামে রাজার দুই আধিকারিক যারা দরজায় পাহারায় ছিল, রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করার চক্রান্ত করছে। 22মর্দখয় এই চক্রান্তের কথা শুনতে পেয়ে তা ইষ্টেরকে জানালেন এবং রাণী ইষ্টের একথা জানালেন স্বয়ং রাজাকে। রাণী ইষ্টের রাজাকে একথাও বললেন যে মর্দখয় এই চক্রান্তের কথা জানতে পেরেছে। 23অনুসন্ধান করে দেখা গেল, মর্দখয় যে খবর জানিয়েছেন তা সঠিক। তখন ঐ দুই দ্বাররক্ষীকে একটি স্তম্ভে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হল। এই সমস্ত ঘটনা রাজার সামনে রচিত ‘রাজাগনের ইতিহাস’ গ্রন্থে নথিবদ্ধ করা আছে।

হামনের ইহুদীদের বিনাশ করার পরিকল্পনা

3 এসব ঘটনা ঘটার পরে রাজা অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র হামন নামে এক ব্যক্তিকে সম্মান জানান। রাজা হামনকে উচ্চপদে উন্নীত করেন এবং তাঁর অন্য সমস্ত আধিকারিকদের থেকে উচ্চতর পদে তাকে নিযুক্ত করেন। 2রাজা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মুখ্যদ্বার দিয়ে ঢোকবার সময় প্রত্যেক ব্যক্তিকে মাথা ঝুঁকিয়ে হামনকে সম্মান জানাতে হবে। তাই রাজার সব নেতারা রাজদ্বারে হামনের কাছে প্রণত হয়ে তাঁকে সম্মান জানাতেন, কিন্তু শুধুমাত্র মর্দখয় তা করতে রাজী হলেন না। 3তখন অন্যান্য প্রধানরা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, “আপনি কেন রাজার নির্দেশ মেনে হামনকে সম্মান দেখান না?”

4সমস্ত প্রধানরা এবিষয়ে দিনের পর দিন মর্দখয়কে বলা সত্ত্বেও মর্দখয় হামনের সামনে কোনমতেই মাথা নীচু করতে রাজী হলেন না। তখন হামন কি করে তা দেখার জন্য এইসমস্ত নেতারা হামনকে একথা জানালেন। মর্দখয় এই আধিকারিকদের বলেছিলেন যে তিনি ইহুদী। 5হামন যখন দেখলেন সত্যি সত্যিই মর্দখয় তাকে সম্মান দেখাতে অনিচ্ছুক তখন তিনি খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। 6মর্দখয় যে ইহুদী হামন সে কথাও জেনেছিলেন। হামনের ইচ্ছা ছিল শুধু মর্দখয় নয়, রাজা অহশ্বেরশের রাজ্যে বসবাসকারী মর্দখয়ের জাতির সবাইকে হত্যা করা হোক।

7অহশ্বেরশের রাজত্বের দ্বাদশ বছরের প্রথম মাসে, নীষণ মাসে হামন অক্ষ নিক্ষেপ করে একটি মাসের একটি বিশেষ দিন বেছে নিলেন। সেই দিনটি ছিল দ্বাদশতম মাস, অদর মাসের। (সে সময় অক্ষকে “পূরও” বলা হোত।) 8তারপর রাজা অহশ্বেরশের কাছে এসে হামন বললেন, “হে রাজন, আপনার রাজ্যের সর্বত্র এক বিশেষ জাতির মানুষরা বাস করছে, যাদের সংস্কৃতি অন্যদের থেকে আলাদা। তারা অন্য কোন জাতির লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করে না, এমন কি আপনার বিধিও মেনে চলে না। এই সমস্ত লোকেদের আপনার রাজ্যে বসবাস করতে দেওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি না।

9“রাজার প্রতি আমার বিনীত নিবেদন: আমার পরামর্শ হল, এইসব লোকেদের শেষ করে দেওয়ার জন্য আপনি নির্দেশ দিন। আর আমি রাজ কোষাগারে 10,000 রৌপ্যমুদ্রা জমা দেবো।”*

10-11রাজা তখন তাঁর আঙুল থেকে একটি আংটি বের করে হামনকে দিলেন। হামন ছিল ইহুদীদের শত্রু। সে ছিল অগাগিয় হম্মদাথার পুত্র। রাজা তাঁকে বললেন, “রৌপ্যমুদ্রাগুলি তুমি তোমার জন্য রাখ এবং ইহুদীদের তুমি যা খুশি করতে পারো।”

12তখন প্রথম মাসের 13 দিনে রাজার সমস্ত সচিবদের ডেকে পাঠানো হল এবং তারা প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষায় হামনের নির্দেশ লিখে নিলো। তারা সেই নির্দেশ লিখে নিয়ে সমস্ত অঞ্চলের প্রাদেশিক কর্তাকে পাঠিয়ে দিল। এই নির্দেশ স্বয়ং রাজা অহশ্বেরশের হুকুমে লেখা

আর আমি ... জমা দেবো সম্ভবতঃ হামন আশা করেছিল যে এই বিশাল পরিমান রৌপ্যমুদ্রা, যেগুলি প্রদর্শন করা হবে সেগুলি ইহুদীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে যোগাড় করা হবে।

হল এবং জারি করা হল এবং তাঁর অঙ্গুরীয় দিয়ে শীলমোহর করা হল।

13এইসমস্ত চিঠি নিয়ে বার্তাবাহকেরা রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলে গেলেন। চিঠিটি একটি নির্দিষ্ট দিনে বয়স নির্বিশেষে সমস্ত ইহুদীকে শেষ করবার আদেশ বহন করছিল। দ্বাদশতম মাস, অদর মাসের 13 দিনকে এই হত্যালীলার জন্য বাছা হয়েছিল। এছাড়াও, ইহুদীদের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল।

14এই নির্দেশ সম্বলিত চিঠির প্রতিলিপি সমস্ত প্রদেশগুলিতে এবং সব লোকেদের কাছে পাঠানো হল। বলা হোল এই আদেশকে বিধি হিসেবে মানতে হবে এবং প্রকাশ্য স্থানে রাখতে হবে যাতে ওই সমস্ত লোকেরা সেই দিনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। 15রাজার নির্দেশে বার্তাবাহকেরা যেখানে এই আদেশ জারি হয়েছিল, সেই রাজধানী শূশন থেকে তৎক্ষণাৎ রওনা হল। তারপর রাজা ও হামন একসঙ্গে দ্রাক্ষারস পান করতে বসলেন। শূশনের সকলে এ নির্দেশে বিচলিত হল। ভুল বোঝাবুঝি হল। লোকে উদ্বিগ্ন হল।

ইষ্টেরের সাহায্য চেয়ে অনুনয় করলেন মর্দখয়

4 মর্দখয় এসব কথা জানতে পারলেন। তিনি ইহুদীদের বিরুদ্ধে রাজার দেওয়া নির্দেশের কথা জানতে পেরে, নিজের প্রকৃত পোশাক ছিঁড়ে ফেলে শোকের পোশাক পরলেন। তারপর সারা মাথায় ভস্ম মেখে উচ্চস্বরে কাঁদতে কাঁদতে শহরে বেড়ালেন। 2তিনি এভাবে রাজদ্বার পর্যন্ত গেলেন কারণ শোকের পোশাক পরে কাউকে এভাবে দরজার ভেতরে যেতে দেওয়া হতো না। 3প্রত্যেকটি প্রদেশে যেখানে যেখানে রাজার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল যেখানে ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে শোকের ছায়া পড়ে গিয়েছিল। তারা সকলে অভুক্ত থেকে উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করছিল। অনেক ইহুদী মাথায় ভস্ম মেখে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিল।

4ইষ্টেরের পরিচারিকা ও নপুংসক পরিচারকরা এসে তাঁকে মর্দখয়ের কথা জানালো। সেকথা শুনে ইষ্টের মর্মাহত ও বিষণ্ণ হলেন। তিনি শোকের পোশাক ছেড়ে ফেলতে অনুরোধ জানিয়ে মর্দখয়ের জন্য জামাকাপড় পাঠালেন। কিন্তু মর্দখয় তা পরতে রাজী হলেন না। 5তখন ইষ্টের হথক নামে রাজার এক নপুংসক পরিচারককে ডেকে পাঠালেন। হথককে রাজা ইষ্টেরের পরিচর্যার কাজে নিয়োগ করেছিলেন। তাকে ইষ্টের মর্দখয়ের দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করতে বললেন। 6তখন হথক রাজপ্রাসাদের ফটকের সামনে শহরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যেখানে মর্দখয় অপেক্ষা করছিল সেখানে গেল। 7মর্দখয় হথককে যা যা ঘটেছে সে সব কথাই বললেন। এমনকি ইহুদীদের নিধনের জন্য হামন রাজকোষাগারে যে অর্থ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার সঠিক পরিমাণও মর্দখয় তাকে জানালেন। 8মর্দখয় তাকে ইহুদী হত্যার জন্য রাজার দেওয়া নির্দেশনামার একটি প্রতিলিপিও দিলেন। এই নির্দেশনামাটি শূশনের সর্বত্র পাঠানো হয়েছিল। তিনি হথককে নির্দেশনামাটি ইষ্টেরকে দেখিয়ে যা ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা করতে বললেন। উপরন্তু তিনি তাকে ইষ্টেরকে রাজার কাছে গিয়ে তাঁর স্বজাতীয়দের জন্য ও মর্দখয়ের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করার জন্য বলতে বললেন।

9হথক ফিরে গিয়ে ইষ্টেরকে মর্দখয়ের সব কথাই জানাল।

10ইষ্টের তখন হথককে বললেন, মর্দখয়কে জানাতেঃ 11“রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দা ও রাজার সমস্ত নেতারাই জানেন, যে ডাক না পড়লে পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন রাজার কাছে যেতে পারে না। যদি কেউ রাজার কাছে যায় তবে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হলঃ রাজা যদি কারো হাতে তাঁর সোনার রাজদণ্ডটি দেন, তাহলে এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু আমাকে রাজা গত 30 দিনের মধ্যে একবারও ডেকে পাঠান নি।”

12-13মর্দখয়কে ইষ্টেরের বার্তা জানানো হলে তিনি ইষ্টেরকে বলে পাঠালেনঃ “ইষ্টের, এমন ভেবো না যে যদিও তুমি রাজপ্রাসাদে বাস করছো, ইহুদী হয়েও নিজে বেঁচে যাবে। 14তুমি যদি এখন চুপ করে থাকো, ইহুদীদের জন্য সাহায্য ও স্বাধীনতা কোথাও না কোথাও থেকে আসবে, কিন্তু তুমি ও তোমার পিতার পরিবারের সকলে মারা যাবে। কে জানে, হয়তো ঠিক এরকম কোন একটা সময়ের জন্যই তোমাকে রাণী করা হয়েছে!”

15-16ইষ্টেরের উত্তরে মর্দখয়কে জানালেনঃ “শূশনের সমস্ত ইহুদীদের সঙ্গে আমার জন্য উপবাস করো। তিন দিন, তিন রাত্রি তোমরা কোন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ কোর না। আমি ও আমার পরিচারিকারাও তোমাদের মতোই উপবাস করবো। তারপর আমি রাজার কাছে যাবো। আমি জানি, না ডাকতে রাজার কাছে যাওয়াটা নিয়ম বিরুদ্ধ। কিন্তু আমি তাও যাবো, তাতে যদি আমার মৃত্যুও হয়, তো হবে।”

17মর্দখয় তখন গিয়ে ইষ্টের তাঁকে যা যা করতে বলেছিলেন সবই করলেন।

ইষ্টের রাজার সঙ্গে কথা বললেন

5 তৃতীয় দিন ইষ্টের তাঁর বিশেষ পোশাক পরিধান করে রাজার প্রাসাদের ভেতরে গিয়ে রাজ দরবারের সামনে, রাজা যেখানে দরবার কক্ষের প্রবেশপথের দিকে মুখ করে তাঁর সিংহাসনে বসতেন, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। 2রাণীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাজা খুবই খুশী হলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর দিকে নিজের সোনার রাজদণ্ডটি এগিয়ে দিলেন। ইষ্টের তখন সভার ভেতরে রাজার সান্নিধ্যে গিয়ে স্বর্ণ রাজদণ্ডের শেষাংশ স্পর্শ করলেন।

3তখন রাজা ইষ্টেরকে প্রশ্ন করলেন, "কি কারণে তোমায় এতো বিমর্ষ দেখাচ্ছে রাণী ইষ্টের? তুমি কি আমায় কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও? আমার কাছে যদি তুমি কিছু চাও, এমনকি তুমি যদি রাজ্যের অর্ধেকও চাও তাও আমি তোমায় দেবো।"

4-8ইষ্টের জবাব দিলেন, "আমি আপনার জন্য ও হামনের জন্য একটি ভোজের আয়োজন করেছি। দয়া করে হামনের সঙ্গে আজ সেই ভোজসভায় আসুন।" রাজা বললেন, "হামনকে শীঘ্রই নিয়ে এসো যাতে ইষ্টের যা বলছে আমরা তাই করতে পারি।" অতএব রাজা ও হামন ইষ্টেরের আয়োজিত ভোজসভায় গেলেন। যখন তাঁরা দ্রাক্ষারস পান করছিলেন তখন রাজা আবার ইষ্টেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার অনুরোধটা কি? তুমি যদি আমার রাজ্যের অর্ধেকও চাও তা তোমায় দেওয়া হবে। ইষ্টের উত্তর দিলেন, "আমার অনুরোধ হল, রাজা যদি আমার ওপর খুশী হয়ে থাকেন এবং তিনি যদি আমার ইচ্ছামত জিনিষ আমাকে দিতে পারেন তাহলে আমার ইচ্ছা হল: আমি চাই রাজা এবং হামন দয়া করে আগামীকাল আমার বাড়ীতে আসুন। আমি একটি ভোজসভার আয়োজন করব এবং ঐ সভায় আমার ইচ্ছা প্রকাশ করব।"

মর্দখয়ের প্রতি হামনের ক্রোধ

9হামন সেদিন রাজার বাড়ী থেকে খুবই খুশি মনে ও আনন্দিত চিত্তে আসছিলেন, কিন্তু রাজতোরনের সামনে মর্দখয়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি খুব রেগে গেলেন। তিনি যখন পাশ দিয়ে গেলেন তখন মর্দখয় মাথা নীচু করলেন না বা হামনকে সম্মান দেখালেন না। তিনি হামনকে কখনও ভয় পেতেন না আর এ ব্যাপারে হামন খুব ক্রুদ্ধ ছিলেন। 10যাইহোক কোনমতে রাগ চেপে হামন বাড়ি চলে গেলেন। বাড়ি ফিরে হামন তাঁর বন্ধুদের ও স্ত্রী সেরশকে ডেকে পাঠালেন। 11তারপর তিনি কত বড়লোক তা নিয়ে, তাঁর পুত্রদের সংখ্যা নিয়ে ও রাজা তাঁকে কি ভাবে খাতির করেন তা নিয়ে বড়াই করতে শুরু করলেন। রাজা যে তাঁকে রাজ্যের সর্বোচ্চ পদটি দিয়েছেন একথাও তিনি জানাতে ভুললেন না। 12"শুধু এই নয়," হামন বললেন, "রাণী আগামীকাল রাজার জন্য যে ভোজসভার ব্যবস্থা করেছেন তাতে একমাত্র আমাকেই রাজার সঙ্গে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। 13কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি খুশি হতে পারছি না। যতক্ষণ ওই ইহুদী মর্দখয়টাকে রাজদ্বারের কাছে বসে থাকতে দেখবো ততক্ষণ আমার পক্ষে খুশী হওয়া সম্ভব নয়।"

14তখন হামনের স্ত্রী সেরশ ও হামনের বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন, "কাউকে দিয়ে একটা বড় 75 ফুট মতো থাম্বা বানিয়ে, রাজাকে বলো সকালবেলা ওটায় মর্দখয়কে ফাঁসি দিতে। আর তারপর খুশি মনে রাজাকে নিয়ে ভোজসভায় যেও!"

এই প্রস্তাবটা হামনের বেশ মনে ধরায়, তিনি মর্দখয়কে ফাঁসি দেবার জন্য স্তম্ভ বানাতে হুকুম দিলেন।

মর্দখয়ের সম্মান প্রাপ্তি

6 সেদিন রাতে রাজার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। রাজা তখন তাঁর এক ভৃত্যকে ডেকে রাজাদের ইতিহাস বই থেকে যেখানে রাজাদের রাজত্বকালের সব ঘটনা নথিভুক্ত করা আছে তা পড়ে শোনাতে বললেন। 2ভৃত্যটি তখন রাজাকে, রাজার আধিকারিক বিগ্থন ও তেরশ যারা প্রবেশপথ পাহারা দিত, তাদের দুষ্ট চক্রান্তের কথা এবং মর্দখয়ের কথা, যে চক্রান্তের কথা শুনতে পেয়েছিল এবং প্রাসাদে জানিয়ে দিয়েছিল তা পড়ে শোনালো।

3রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "মর্দখয়কে এর জন্য কি সম্মান এবং পুরস্কার দেওয়া হয়েছে?"

ভৃত্যরা রাজাকে জানালো, "মর্দখয়ের জন্য কিছুই করা হয়নি।"

4ঠিক সে সময়ে হামন রাজপ্রাসাদের বহির্দ্বারে প্রবেশ করলেন। হামন, তখন মর্দখয়কে ফাঁসি দেবার জন্য রাজার অনুমোদন নিতে এসেছিলেন। রাজা বাইরে পায়ের আওয়াজ পেয়ে জানতে চাইলেন, "এইমাত্র প্রাঙ্গণের ভেতরে কে এলো?" 5ভৃত্যরা উত্তর দিল, "হামন চাতালে দাঁড়িয়ে আছেন।"

রাজা বললেন, "তাকে ভেতরে নিয়ে এসো।"

6হামন ভেতরে আসার পর রাজা তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, "হামন, রাজা কাউকে সম্মান দিতে চাইলে তা কিভাবে দেওয়া উচিৎ?"

হামন মনে মনে ভাবলো, “আমি ছাড়া সম্মান পাওয়ার
আর কে আছে? আমি নিশ্চিত, রাজা নিশ্চয়ই আমাকে
সম্মান জানানোর কথা ভাবছেন।”

7হামন তখন রাজাকে বললেন, “মহারাজ আপনি
যদি কাউকে সম্মান দেখাতে চান তাহলে, 8আপনার
ভৃত্যদের আপনার নিজের পরা একটি পোশাক ও
আপনার নিজের চড়া একটি ঘোড়া আনতে বলুন।
ঘোড়াটির মাথায় ভৃত্যরা একটি রাজমুকুট পরিয়ে দিক।
9এরপর আপনার কোন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে এই
রাজপোশাকটি, মহারাজ যে ব্যক্তিকে সম্মান জানাতে
চান তাকে পরতে সাহায্য করতে বলুন এবং সেই
নেতাকে বলুন ঐ ব্যক্তিকে সেই ঘোড়ার ওপর বসিয়ে
সারা শহরের রাস্তায় এই বলে ঘুরে বেড়াতে, ‘রাজা
যাঁকে সম্মান দেখাতে চান তাঁর জন্য এটা করা হল।’”

10রাজা তখন হামনকে আদেশ দিলেন, “তাড়াতাড়ি
গিয়ে ঐ ইহুদী মর্দখয়ের জন্য একটি ঘোড়া ও
পোশাকের ব্যবস্থা কর। যাও, মর্দখয় প্রাসাদের প্রবেশ
পথের কাছে অপেক্ষা করে আছে। তুমি যেভাবে
বলেছো, সেভাবে তাঁকে সম্মান দেখাও।”

11হামন গিয়ে রাজার পোশাক ও ঘোড়া নিয়ে এলেন।
তারপর মর্দখয়কে নিজে সেই পোশাক পরিয়ে, ঘোড়ায়
চড়িয়ে, শহরের প্রতিটি রাস্তায় যেতে যেতে বলতে
লাগলেন, “রাজা যাঁকে সম্মান দেখাতে চান এভাবেই
দেখান!”

12এরপর মর্দখয় আবার রাজদ্বারেই ফিরে গেলেন
কিন্তু অপমানিত হামন লজ্জায় বাড়ি ফিরে এলেন।
বাড়ি ফিরে এসে লজ্জায় ও অপমানে মুখ ঢাকলেন।
13তিনি তাঁর স্ত্রী ও বন্ধুদের সব কথা খুলে বললেন।
হামনের স্ত্রী ও বন্ধুরা হামনকে বললো, “মর্দখয় যদি
ইহুদী হয় তাহলে তোমার পক্ষে জয়লাভ করা অসম্ভব।
তোমার পতন শুরু হয়েছে এবং এভাবে তুমি নিশ্চিত
শেষ হয়ে যাবে।”

14সকলে মিলে যখন হামনকে এসব কথা বলছে
তখন রাজার নপুংসক পরিচারকরা এসে ইষ্টেরের
ভোজসভার জন্য হামনকে তাড়াতাড়ি আসতে বললেন।

হামনের ফাঁসি

7 অতঃপর রাজা ও হামন রাণী ইষ্টেরের ভোজসভায়
এলেন। 2ভোজসভার দ্বিতীয় দিনে দ্রাক্ষারস পান
করতে করতে রাজা আবার ইষ্টেরকে প্রশ্ন করলেন,
“রাণী তুমি আমার কাছে কি যেন চাইবে বলেছিলে?
তুমি বলো তোমার কি প্রয়োজন, অবশ্যই তা তোমায়
দেওয়া হবে। আমি তোমায় সবকিছু, এমনকি রাজ্যের
অর্ধেকও দিতে রাজি!”

3তখন রাণী ইষ্টের উত্তর দিলেন, “হে রাজন, যদি
সত্যিই আপনি আমাকে ভালবেসে থাকেন এবং আমি
যা চাই তা দিয়ে সন্তুষ্ট হতে চান, তবে আমার বিনীত
প্রার্থনা আপনি অনুগ্রহ করে আমায় জীবন ভিক্ষা দিন।
আমায় বাঁচতে দিন আর আমার স্বজাতিদেরও বাঁচতে
দিন। এটুকুই শুধু আমি চাই। 4একথা বলছি কারণ
আমাকে ও আমার স্বজাতিদের বিনাশ, হত্যা ও
পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করবার জন্য বিক্রি করে দেওয়া
হয়েছে। যদি আমাদের নিছক ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি
করা হতো তাহলে আমি চুপ করেই থাকতাম কারণ
আমি জানি যে তা রাজা মহারাজাদের উত্যক্ত করার
মতো গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা নয়।”

5রাজা অহশ্বেরশ তখন রাণীকে জিজ্ঞেস করলেন,
“এ কাজ তোমার সঙ্গে কে করেছে? কে সেই ব্যক্তি
যার এতো বড়ো স্পর্ধা যে তোমার লোকেদের সঙ্গে
এমন করে?”

6ইষ্টের বললেন, “আমাদের সেই শত্রু হল এই
পাপাত্মা হামন।”

একথা শুনে রাজা ও রাণীর সামনে তখন হামন
ভয়ে কেঁপে উঠলো। 7রাজা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে পানপাত্র
পরিত্যাগ করে বাগানে চলে গেলেন। কিন্তু হামন রাণী
ইষ্টেরের কাছে প্রাণ ভিক্ষা করার জন্য থেকে গেলেন।
হামন প্রাণ ভিক্ষা করছিলেন কারণ তিনি জানতেন,
রাজা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যেই তাঁকে হত্যা করার কথা
ঠিক করে ফেলেছেন। 8রাজা যখন বাগান থেকে আবার
সভাগৃহে ঢুকছেন, ঠিক তখনই তিনি দেখতে পেলেন,
রাণী ইষ্টের কেদারায় বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং হামন রাণীর
সামনে আছড়ে পড়লেন। রাজা তখন চীৎকার করে
তাকে বললেন, “আমি এখনো রাণীর বাড়িতে আছি,
আর আমার উপস্থিতিতেই তুমি রাণীকে আক্রমণ
করছো?”

একথা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজভৃত্যরা এসে
হামনকে হত্যা করল।* 9হর্বোণা নামে রাজার এক
নপুংসক ভৃত্য বলল, “হামনের বাড়ির কাছে প্রায় 75
ফুট দীর্ঘ একটি ফাঁসিকাঠ বানানো হয়েছে।
মর্দখয়কে এর ওপরে ফাঁসি দেবার জন্য হামন
এটা বানিয়েছে। মর্দখয় হল সেই ব্যক্তি যে
রাজাকে হত্যা করার কুচক্রান্ত ফাঁস করে দিয়ে
রাজাকে বাঁচিয়েছিল।”

রাজা বললেন, “ওই কাঠে হামনকেই ফাঁসি দেওয়া
হোক।”

হামনকে ... করল আক্ষরিক অর্থে, “হামনের মুখমণ্ডল ঢেকে
দিল।”

10তখন মর্দখয়ের জন্য হামনের নিজের হাতে বানানো ফাঁসিকাঠে (ভৃত্যরা) সকলে মিলে হামনকে ঝুলিয়ে দিল এবং এইভাবে রাজার রাগ পড়লো।

ইহুদীদের সাহায্য করার জন্য রাজার আদেশ

8 সেদিনই রাজা অহশ্বেরশ রাণী ইষ্টেরকে হামনের যাবতীয় সম্পত্তি দিয়ে দিলেন। ইষ্টের রাজাকে জানালেন যে মর্দখয় সম্পর্কে তাঁর ভাই হয়। তারপর মর্দখয় রাজার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। 2রাজা হামনের থেকে যে আংটিটা ইতিমধ্যে ফেরত নিয়ে নিয়েছিলেন সেটি নিজের আঙুল থেকে খুলে এবার মর্দখয়কে দিলেন। এরপর ইষ্টের মর্দখয়কে হামনের যাবতীয় সম্পত্তির দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

3ইষ্টের এবার রাজার সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর পদতলে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে হামনের ইহুদীদের হত্যা করার নিষ্ঠুর পরিকল্পনা তাঁকে পরিত্যাগ করতে বললেন। ইহুদীদের ক্ষতি সাধনের জন্যই হামন এই পরিকল্পনা করেছিলেন।

4রাজা তখন তাঁর সামনে সোনার রাজদণ্ডটি বাড়িয়ে দিলে, ইষ্টের উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 5“হে রাজন, যদি আপনি আমায় পছন্দ করে থাকেন এবং যদি খুশী হ'ন, তাহলে দয়া করে আমার জন্য এইটুকু করুন। আপনার যদি মনে হয়, আমি যা বলছি তা সঠিক এবং আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে আগের নির্দেশটি খণ্ডন করার জন্য একটি নতুন নির্দেশ লিখে দিন। হামন, ইহুদীদের হত্যার নির্দেশ দিয়ে এর আগে প্রতিটি প্রদেশে খবর পাঠিয়েছে। 6কিন্তু আমার পক্ষে আমার স্বজাতিদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখা সম্ভব নয় বলেই আমি মহারাজের কাছে এই একান্ত মিনতি করছি।”

7রাজা অহশ্বেরশ তখন রাণী ইষ্টের ও মর্দখয়কে উত্তর দিলেন, “যেহেতু হামন ইহুদী বিদ্বেষী ছিল সেহেতু আমি ওর সমস্ত সম্পত্তি ইষ্টেরকে দিয়েছি। আমার সেনারা হামনকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিয়েছে। 8এখন রাজার বকলমে, তোমাদের মতে ইহুদীদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য হবে এমনভাবে একটি নির্দেশ (তোমরা) লেখো।” তারপর রাজার আংটিটি দিয়ে সেটাতে শীলমোহর দাও। রাজার বকলমে লেখা এবং রাজার আংটিটি দিয়ে সীলমোহর করা আদেশ কখনো বাতিল করা যায় না।”

9দ্রুত রাজার সমস্ত সচিবকে ডেকে পাঠানো হল। তৃতীয় মাসে অর্থাৎ সীবন মাসের 23 দিনে একাজ করা হল। এই সমস্ত সচিবরা তখন ইহুদীদের জন্য দেওয়া মর্দখয়ের নির্দেশগুলো লিখে নিল। সেই নির্দেশ ভারতবর্ষ থেকে কূশ দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত 127টি প্রদেশের প্রশাসক ও নেতা সকলকে পাঠানো হল। প্রত্যেকটি প্রাদেশিক ভাষায় ও সর্বজনবোধ্য ভাষায় নির্দেশগুলি লেখা হয়েছিল যাতে সবাই সহজে বুঝতে পারে। ইহুদীদের জন্য এই নির্দেশ তাদের নিজেদের ভাষায়, নিজস্ব বর্ণমালায় লেখা হয়েছিল। 10মর্দখয় স্বয়ং রাজা অহশ্বেরশের বকলমে এই নির্দেশগুলি লিখে, চিঠিগুলি রাজার আংটি দিয়ে সীলমোহর করে বন্ধ করলেন এবং দ্রুতগামী অশ্বারোহী বার্তাবাহকদের দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই সমস্ত ঘোড়াগুলোকে রাজার নিজের ব্যবহারের জন্যই বিশেষভাবে তৈরী করা হতো।

11এইসমস্ত চিঠিতে, রাজা অহশ্বেরশের নির্দেশ বলা হল:

> প্রতিটি শহরে ইহুদীদের সমবেতভাবে তাদের নিজেদের রক্ষা করার অধিকার দেওয়া হল। তাদের বা তাদের নারী ও শিশুদের যদি কোন দল আক্রমণ করে তাহলে তারা সেই শত্রুদের দলকে হত্যা ও ধ্বংস করতে পারবে এবং ইহুদীদের তাদের শত্রুদের সম্পদ লুঠ করার অধিকারও দেওয়া হল।

12ইহুদীদের এই অধিকার দেওয়া হল দ্বাদশ মাস অর্থাৎ অদর মাসের 13 দিনে। রাজা অহশ্বেরশের সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রদেশেই ইহুদীদের এই অধিকার দেওয়া হল। 13এই চিঠির একটি প্রতিলিপি পাঠিয়ে প্রত্যেকটি রাজ্যে প্রত্যেকটি প্রদেশে একটি বিধি জারি করা হল। রাজ্যের সর্বত্র সবাইকে এই বিধির কথা জানিয়ে দেওয়া হল। যাতে ইহুদীরা সকলে ওই বিশেষ দিনটিতে তাদের সমস্ত শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে। 14বার্তাবাহকেরা রাজার নির্দেশে রাজার ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত যাত্রা করল কারণ রাজা তাদের তাড়াতাড়ি যাবার জন্য আদেশ দিলেন। নির্দেশটি রাজধানীতেও টাঙিয়ে দেওয়া হল।

15মর্দখয় রাজার কাছ থেকে চলে গেলেন। তিনি রাজার উপহার দেওয়া নীল ও সাদা রঙের একটি বিশেষ পোশাক ও সোনার বড় একটি মুকুট এবং বেগুনী লিনেন কাপড়ের আলখাল্লাও পরেছিলেন। 16ইহুদীদের জন্য এটি ছিল একটি বিশেষ উৎসবের দিন। সকলেই খুব খুশী ও আনন্দিত ছিল এবং শূশনে আনন্দ ও খুশীর মধ্যে দিয়ে দিনটি উদ্‌যাপন করা হল।

17প্রত্যেকটি প্রদেশ, প্রতিটি নগরে রাজার নির্দেশ পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতি ইহুদী পরিবার খুশী হয়ে উঠল। তারা উৎসব ও ভোজসভার তোড়জোড় শুরু করে দিল। ইহুদীদের ভয়ে অন্য অনেকে ইহুদী হয়ে গেল।

ইহুদীদের জয়

9 রাজার আগের দেওয়া আদেশ অনুযায়ী, দ্বাদশ মাসের অর্থাৎ অদর মাসের 13 দিনে ইহুদীরা তাদের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হবে বলে ঠিক হয়েছিল। ঐ দিনে ইহুদীদের শত্রুরা তাদের হারিয়ে দেবার আশা করেছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেল। যে সমস্ত শত্রু তাদের ঘৃণা করতো, ইহুদীরা তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠল। 2রাজা অহশ্বেরশের রাজ্যের সমস্ত প্রদেশে সর্বত্র ইহুদীরা তাদের শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য তাদের শহরে মিলিত হল। এই সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আর কোন দলের না থাকায়, সকলে ইহুদীদের ভয় পেতে শুরু করলো। 3প্রত্যেকটি প্রদেশের রাজকর্মচারী, প্রশাসক ও নেতারা ইহুদীদের সাহায্য করতে লাগলো। এইসব গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মর্দখয়ের ভয়ে ইহুদীদের সাহায্য করছিল, 4কারণ মর্দখয় ইতিমধ্যে রাজপ্রাসাদের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। প্রত্যেকটি প্রদেশে সকলে মর্দখয়ের নাম ও তাঁর ক্ষমতার কথা জানতো। এবং মর্দখয়ের ক্ষমতা ক্রমশঃ বেড়েই চলছিল।

5ইহুদীরা তাদের সমস্ত শত্রুদের পরাজিত করলো। যেসব লোকেরা তাদের ঘৃণা করতো। তারা তাদের সঙ্গে যা খুশি তাই করলো। অনেককে তলোয়ার দিয়ে হত্যাও করলো। 6শুধু রাজধানী শূশনেই ইহুদীরা 500 ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। 7ইহুদীরা হত্যা করেছিল পর্শন্দাথ, দল্‌ফোন, অস্পাথ, 8পোরাথ, অদলিয়, অরীদাথ, পর্মস্ত, অরীষয়, অরীদয় এবং বয়িষাথকে। 9এরা হল হামনের দশ পুত্র। 10হামন ছিল হম্মদাথার পুত্র। সে ছিল ইহুদীদের শত্রু। ইহুদীরা তার ছেলেদের হত্যা করেছিল কিন্তু তাদের সম্পত্তিতে হাত দেয়নি।

11রাজা যখন সেদিন রাজধানী শূশনে কতজনকে হত্যা করা হয়েছে জানতে পারলেন 12তখন তিনি রাণী ইষ্টেরকে বললেন, "হামনের 10 পুত্র সহ 500 জনকে ইহুদীরা শূশনে হত্যা করেছে। এবার বলো রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশে তুমি কি চাও? তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই করবো।"

13ইষ্টের তখন রাজাকে বললেন, "যদি রাজা চান, তাহলে শূশনে ইহুদীরা আজ যা করেছে, আগামীকালও আবার তা করবার অনুমতি দিন। প্রতিশোধ নেবার জন্য ইহুদীদের আরও একদিন অনুমতি দিন। হামনের 10 জন পুত্রের দেহ ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হোক।"

14তখন রাজা শূশনে এই নির্দেশের মেয়াদ একদিন বাড়িয়ে দিলেন এবং হামনের 10 পুত্রের মৃতদেহও কথামতো ঝুলিয়ে দেওয়া হল। 15পরের দিন অর্থাৎ অদর মাসের 14 দিনের দিন ইহুদীরা শূশনে আরো 300 জনকে হত্যা করলো, তবে তাদের সম্পত্তি লুঠ করেনি।

16একই সময়ে, অন্যান্য প্রদেশের ইহুদীরা তাদের নিজেদের রক্ষার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে একজোট হল। আক্রমণের সময় ইহুদীরা তাদের 75,000 শত্রুকে হত্যা করল। কিন্তু তারা তাদের শত্রুদের কোনকিছু লুঠ করেনি। 17অন্যান্য প্রদেশগুলিতে এ ঘটনা ঘটেছিল অদর মাসের 13 দিনে। 14 দিনে ইহুদীরা সকলে খুশি মনে বিশ্রাম নিল এবং ঐ দিনটিকে একটি খুশির ছুটির দিন হিসেবে পালন করলো।

পুরীমের উৎসব

18শূশনের ইহুদীরা অদর মাসের 13 ও 14 তারিখ একত্রিত হবার পর অদর মাসের 15 তারিখ দিনটিকে খুশির ছুটির দিন হিসেবে পালন করলো। 19গ্রামেগঞ্জে ইহুদীরা অদর মাসের 14 তারিখে তারা পূরীম উৎসব উদ্‌যাপন করলো এবং দিনটিকে ছুটির দিন হিসেবে পালন করলো। ওই দিন তারা একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিল এবং একে অপরকে উপহার দিয়েছিল।

20মর্দখয় এসব ঘটনা লিখে রাখলো। তারপর রাজা অহশ্বেরশের রাজ্যের কাছে ও দূরের সবকটি রাজ্যের সমস্ত ইহুদীদের মর্দখয় একটি চিঠি লিখলেন। 21প্রতি বছর অদর মাসের 14 ও 15 তারিখ পূরীম উৎসব উদ্‌যাপন করার অনুরোধ জানিয়ে মর্দখয় ইহুদীদের চিঠি লিখলেন। 22ইহুদীদের ওই দিন দুটি পালন করতে বলা হল কারণ ওই দিনে ইহুদীরা তাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তাছাড়াও, ওই মাসটি ছিল উৎসব পালনের একটি বিশেষ মাস, যেহেতু তাদের দুঃখ ও বিষাদ আনন্দ ও খুশির উৎসবে পরিণত হয়েছিল। মর্দখয় ওই দুটি দিনকে সর্বসাধারণ ছুটির দিন হিসেবে ভোজসভার মাধ্যমে পালন করতে এবং একে অপরকে ও দীন-দুঃখীকে উপহার দিয়ে পালন করতে লিখেছিলেন।

23মর্দখয় যা লিখেছিলেন ইহুদীরা সকলেই তাতে সম্মত হল এবং যে আনন্দ উৎসব তারা শুরু করেছিল তা চালিয়ে যাবে বলে কথা দিল।

24সমস্ত ইহুদীদের শত্রু অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র হামন ইহুদীদের ধ্বংস করার জন্য একটি দিন বেছেছিলেন। তিনি ইহুদী নিধনের জন্য দিনটি বেছেছিলেন ঘুঁটি চেলে। (সে সময়ে 'ঘুঁটি' কে বলা হোত 'পূর' তাই ছুটির দিনটির নাম দেওয়া হয়েছিল "পূরীম।") 25হামন এসব চক্রান্ত করেছিলেন কিন্তু রাণী ইষ্টের গিয়ে রাজার সঙ্গে কথা বলার পর রাজা নতুন নির্দেশ দিলেন। যার ফলে শুধু যে হামনের পরিকল্পিত চক্রান্ত নষ্ট হল তাই নয়, তার পরিবারেও অমঙ্গলের ছায়া নেমে এলো। হামন ও তার সন্তানদের ফাঁসি হল।

26-27এসময়ে অক্ষকে বলা হত "পূরীম।" তাই এই ছুটির দিনটিকে বলা হোত "পূরীম।" সে কারণেই মর্দখয়ের নির্দেশ মেনে সেই থেকে ইহুদীরা প্রতি বছর এই দুটি দিন উদ্‌যাপন করত। 28তারা, তাদের প্রতি কি ঘটতে দেখেছিল তা মনে রাখার জন্যই এই উৎসব পালন করা শুরু করলো। ইহুদীরা এবং যেসমস্ত লোকেরা তাদের দলে মিশে গিয়েছিল, তারা সবাই প্রতিবছর সঠিক সময়ে, সঠিক ভাবে এই ছুটির দিন পালন করত। প্রত্যেক প্রজন্মের, প্রতিটি পরিবারই এই দুটি দিনের কথা মনে রাখে। প্রত্যেকটি অঞ্চলে, প্রতিটি নগরে এই উৎসব পালিত হত। ইহুদীরা কখনোই পূরীমের উৎসব উদ্‌যাপন করা বন্ধ করবে না এবং তাদের উত্তরপুরুষেরাও এই বিশেষ ছুটির দিনগুলিকে সবসময়ে মনে রাখবে।

29অবীহয়িলের কন্যা রাণী ইষ্টের ও মর্দখয় দুজনে মিলে পূরীম সম্পর্কে একটি আনুষ্ঠানিক পত্র রচনা করেন। এই দ্বিতীয় চিঠির বৈধতা বোঝানোর জন্যই তাঁরা এই চিঠিতে রাজার সম্পূর্ণ অধিকার ব্যবহার করেন। 30এরপর মর্দখয় চিঠিটি রাজা অহশ্বেরশের রাজত্বের 127 টি প্রদেশের সমস্ত ইহুদীদের পাঠিয়ে দেন। মর্দখয় লোকেদের বলেন, ছুটির দিনটি শান্তি আনবে এবং লোকেদের একে অপরকে বিশ্বাস করতে সাহায্য করবে। 31মর্দখয় এই চিঠিগুলি লোকেদের নির্দিষ্ট সময়ে পূরীম দিনগুলি চালু করতে বলার জন্য লিখেছিলেন। মর্দখয় ও রাণী ইষ্টের তাদের পরবর্তী উত্তরপুরুষদের এই পূরীম উৎসব উদ্‌যাপনের জন্যই নির্দেশটি দিয়েছিলেন। অভিপ্রায় ছিল, ইহুদীদের অন্যান্য উৎসবের ও ছুটির দিনের মতো এই দিন দুটিকেও লোকে মনে রাখুক এবং অন্যান্য ছুটির দিন তারা যেমন উপবাস করে, যা কিছু খারাপ ঘটনা ঘটেছে তার জন্যে চোখের জল ফেলে, এই দিনদুটিও ঠিক সেভাবে পালন করুক। 32ইষ্টেরের চিঠির মাধ্যমে পূরীম উৎসবের রীতি-নীতিগুলিকে সরকারী মর্যাদা দেওয়া হয় এবং এই ঘটনাগুলি বইতে নথিভুক্ত করা হয়।

মর্দখয় সম্মানিত হলেন

10 রাজা অহশ্বেরশের সময় রাজত্বের সবাইকে, এমন কি যারা দূরে বা সমুদ্রতীরে বসবাস করতো সবাইকেই কর দিতে হতো। 2রাজা অহশ্বেরশের সমস্ত বিখ্যাত কীর্তিগুলি মাদিয়া ও পারস্যের রাজাদের ইতিহাস বইগুলিতে পাওয়া যায়। রাজা মর্দখয়ের জন্য যা যা করেছিলেন সে সমস্ত বিবরণও এইসব ইতিহাস বইতে লেখা আছে। রাজা মর্দখয়কে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত করেন। 3মহারাজ অহশ্বেরশের পরেই গুরুত্বের দিক দিয়ে ছিল মর্দখয়ের স্থান। অন্যান্য ইহুদীরাও সকলে মর্দখয়কে খুবই সম্মান করতো। তারা মর্দখয়কে শ্রদ্ধা করতো কারণ মর্দখয় ইহুদীদের উন্নতির জন্য কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন এবং সমস্ত ইহুদীদের জন্য শান্তি এনেছিলেন।